পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

হিজরি নববর্ষ ১৪৪৫ সংখ্যা

জুলাই ১৬, ২০২৩

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net

আসলে যখন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই আল্লাহর লিখন ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো চলে আসছে। এর মধ্যে চারটি হারাম মাস। এটিই সঠিক বিধান।

-আল-তওবা (আয়াত ৩৬ / আংশিক)

স্বাগতম হিজরি ১৪৪৫!

নবীর উম্মাত হিসেবে আমরা ইতিহাসকে দেখবো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-ইতিহাসের আলোকে। আর তা হল মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেই নতুন অধ্যায় যা শুরু হয়েছে নবীজির জন্ম থেকে - হিজরতের আগে এবং পরে।

**আমাদের জীবন তাই আবর্তিত হোক – চন্দ্র মাসগুলোর হিসেবে। হয়তো জীবনের সকল ক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব না হতে পারে,
তবুও আসুন এবাদত আর আত্ম-উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা চন্দ্র মাসগুলোকে জীবনের সাথী বানিয়ে নেই।**

হিজরি সন শুরু হয় হিজরাহ ও ইব্রাহীম (আঃ) এর ত্যাগ ও কোরবানীর চেতনা দিয়ে এবং শেষও হয় একই চেতনায়।

**ইসলামী বছর ইসলামের কোন আড়ম্বর ও গৌরবের বিষয় নয় বরং
প্রতিবছর মুসলমানকে তার ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের প্রস্তুত করে তোলে একই কাজ করতে।**

**হিজরি বর্ষের শুরু কারও জন্মদিন, বা কোনও রাজা বা শাসকের আদেশ থেকে নয়-
ইসলামী শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা এটি শুরু করি এবং শেষ করি।**

ইসলামী বিধিবিধান প্রতিপালন ও পরিকল্পিত সন গণনার প্রয়োজনেই মূলত হিজরি সনের উদ্ভব ঘটে।

মহরম মাসঃ হিজরি নববর্ষের শুরু

মুসলমানদের জন্য মহরম মাস হল নতুন বছরের শুরু। প্রতি বছর, বিশ্বজুড়ে মাসটি বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আমেজ নিয়ে আসে। কখনও কখনও আমরা গ্রীষ্মের অসহ্য গরমে দিশাহারা আর কখনবা শীতের কারনে কাতর। কিন্তু একটি জিনিষ যা একই থাকে তা হল এই মাসের পবিত্রতা।

এই মাসের তাৎপর্য একটি ঘটনাবহুল যাত্রা দিয়ে শুরু হয়। সুন্দর, শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতীক আমাদের নবী (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় করেছিলেন এই মাসে আর সাই দিন থেকে শুরু হয়েছিল ইসলামের বিকাশের একটি নতুন অধ্যায়। নবীর (সঃ) জন্মস্থানের বাইরে একটি নতুন শহরে ইসলামের রঙ ছড়িয়েছিলেন এবং অবশেষে সে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। আমরা সবাই সে কাহিনী জানি, তবুও আমরা এর গুরুত্বে ভুলে যাই।

আমাদের আরেকজন প্রিয় নবী হযরত মুসা (আঃ) এর কারণেও এই মাসটির গুরুত্ব রয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে, নবী যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে ইহুদি জনগোষ্ঠী মহররমের দশম দিনে রোজা রাখত। তারা বলেছিল যে সেই দিনটি ছিল যেদিন মুসা (আঃ) এবং তার অনুসারীরা অলৌকিকভাবে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন এর পানিতে ডুবে গিয়েছিল। ইহুদীদের কাছ থেকে এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, “আমরা তোমাদের চেয়ে মুসার (আঃ) সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ এবং মুসলমানদেরকে আশুরার দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন” (আবু দাউদ)।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল আশুরার দিনে, মহররমের দশম দিন, মাসের সবচেয়ে পবিত্র দিন। রাসুল (সাঃ) এ দিন সম্পর্কে বলেছেন, “আমি আশা করি যে, আশুরার দিন রোজা রাখা আল্লাহ তা পূর্ববর্তী বছরের কাফফারা হিসেবে কবুল করবেন” (মুসলিম)।

ইহুদিদের থেকে মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠানকে আলাদা করার জন্য, নবী (সঃ) যারা দশম তারিখে রোজা রাখতে চান তাদের নবম ও দশম বা মাসের দশম ও একাদশ রোজা রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে যারা শুধুমাত্র দশমীর রোজা রাখতে চান তারাও করতে পারেন। কারণ এটি নফল (ঐচ্ছিক) রোজাগুলির মধ্যে একটি, আশুরার রোজা ফরজ নয়।

আল্লাহ মহরম মাসকে সুন্দরভাবে হজ্জের মাস যুল-হিজ্জার সাথে জুড়িয়ে দিয়েছেন। বছরের শেষ হয় যুল-হিজ্জে কোটি কোটি মুসলিমের "লাব্বাইক" ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর একইভাবে নতুন বছরের শুরু আল্লাহ্‌র দুই প্রিয় নবীর দাওয়াতি প্রেরণার স্মৃতিমাখা মাস মহরম দিয়ে।

আসুন কিছু কাজ "ইসলামী নববর্ষের পরিকল্পনায়" লিখে রাখি, নতুন বছরে সঠিক পথে চলার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলি। আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

এই বিশ্বের অন্যান্য সবকিছু পরিবর্তনের সাথে, সময়ের আবর্তে আমরা আজকাল পরিবর্তিত হই। তবে কেন এই মাসের অপরিমেয় কল্যাণের সুযোগে নিজেদের জীবনে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে পারবনা।
আল্লাহর ইচ্ছায়, এটাই হোক আমাদের চলার পথের আসল সূচনা, আমীন!

সুত্রঃ Ammarah Usmani (https://www.soundvision.com/article/muharram-the-real-beginning)

হিজরি বর্ষের বৈশিষ্ট্য

মুহাম্মাদ (সা:) মক্কার কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কারণে মক্কা ছেড়ে মদিনা চলে যান। যা হিজরত নামে পরিচিত। এই হিজরতের সময় থেকে হিজরি সাল গণনা শুরু করেন।

যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় পৌঁছেন রবিউল আওয়াল মাসে। কিন্তু হিজরতের পরিকল্পনা হয়েছিল নবুওয়তের ১৩ তম বর্ষের হজের মৌসুমে। সময়টি ছিল মদিনার আনসারি সাহাবাদের সঙ্গে আকাবার দ্বিতীয় শপথ সংঘটিত হওয়ার পর। তখন ছিল জিলহজ মাসে। আর তার পরের মাসই হলো মহররম।

হিজরি সন যদিও দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে তাঁরই যুগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর গণনা শুরু হয়েছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরতের সময় এবং হিজরতের পরিকল্কনাকে ও নির্দেশনাকে কেন্দ্র করেই।

হিজরি সন শুরু হল হিজরতের বছর গণনা করে -১৬ জুলাই, ৬২২ = ১ মহররম, ১ হিজরি

আনুষ্ঠানিকভাবে ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিজরি সন চালু হয়।মুসলিমবিশ্বে চন্দ্র পরিক্রমার সাথে সম্পর্কিত হিজরি সন অতি পবিত্র,মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ সন।প্রায় দেড়শত কোটি মুসলিমের কাছে এই হিজরি সনের গুরুত্ব অপরিসীম।মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক সাল গণনায় হিজরি সন এক মহান ঘটনার স্মারক।

ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান হিজরি সন তথা আরবি তারিখ ও চন্দ্রমাসের সঙ্গে সম্পর্কিত।ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরি সনের উপর নির্ভরশীল।তারিখ শব্দটি আরবি যার প্রচলিত অর্থ ইতিহাস, বছরের নির্দিষ্ট দিনের হিসাব।

আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আরবি অভিধান ‘লিসানুল আরবে’   লিখেছেন,-তারিখ হলো সময়কে নির্দিষ্ট করা, সময়ের চিত্র তুলে ধরা, সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে শব্দবদ্ধ করা।আবার কেউ কেউ বলেছেন তারিখ শব্দটি অনারবি। ‘মা’   ও ‘রোজ’   থেকে পরিবর্তন করে একে আরবিতে রুপান্তর করা হয়েছে যার অর্থ-দিন, মাস ও বছরের হিসাব।

হিজরি সন গণনা কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু তারিখ থেকে শুরু হয়নি-বরং ইহা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ হিজরতের সঙ্গেই সম্পর্কিত।হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মারক বানিয়ে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) হিজরি নববর্ষের গোড়াপত্তন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র চান্দ্রমাসের পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন।

হিজরি সন ইসলাম পুনর্জাগরণের প্রধান ও অবিসংবাদিত প্রতীক এবং মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের এক জ্বলন্ত ইতিহাস। উজ্জ্বল অমর কীর্তি ও চিরন্তন ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যবাহী হিজরি সনের অনুসরণ করে গোটা ইসলামী জাহান মুসলিম উম্মাহর সঠিক ও শাশ্বত অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মনজিলে মাকসুদের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়।

যেহেতু আল্লাহ সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে মাসে একবারে নতুন চাঁদ দেখা যায়; এভাবে বছরটি বারো মাস হয়ে থাকে।

চন্দ্র-মাসের বৈশিষ্ট্য

- চন্দ্র-মাসের শুরু চাঁদের উপর ভিত্তি করে যা নির্ভুল ও দৃশ্যমান ;
- আল্লাহর আদেশের কাছে প্রকৃতির আত্মসমর্পণ ও সৃষ্টির সৌন্দর্যের স্মারক;
- চাঁদের অপূর্ণতা ও পূর্ণতা , এটিতো সূর্যের আলোর উপর নির্ভর। আমরা তাই প্রতি মাসে অমাবস্যার সন্ধান করি, অধীর আগ্রহে আপেক্ষা করি নতুন চাঁদের জন্যে- এ এক স্বর্গীয় আনন্দ ;
- চাঁদের অপূর্ণতা ও পূর্ণতা প্রাকৃতির প্রতিটি প্রাণী, সমুদ্র, মহাসাগর, উদ্ভিদ এমনকি মানুষের জীবনের সাথে জড়িত।
- চন্দ্র-মাসগুলো গতিশীল- গ্রীষ্মটি কেবল ইংরাজি জুন মাসে দেখি না, শীত শুধু জমাদিউল আউয়ালে নয়। জাতি হিসেবে আমরা সকল মাস এবং ঋতুর জাতি- সব চ্যালেঞ্জকে মেনে নিতে পারি।

ইসলামী মাসগুলো নামের অর্থ ও প্রেক্ষাপট

মহররম এমন এক মাস যা দিয়ে মুসলমানরা তাদের চন্দ্র হিজরি ক্যালেন্ডার শুরু করে। এটি চারটি পবিত্র মাসের একটি। এই চার মাস যথাযথ এতিহ্য অনুসারে জ্বিলকদ, জ্বিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। এই চার মাসের সুনির্দিষ্ট উল্লেখের অর্থ এই নয় যে অন্য কোনও মাসের কোনও পবিত্রতা নেই ।

উল্লেখিত চার মাসের মধ্যে রমজানের উল্লেখ না থাকলেও রমজান মাসটি স্বীকৃতভাবে বছরের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র মাস। প্রকৃতপক্ষে, হিজরি বর্ষের প্রতিটি মাসের গুরুত্ব সমান । মহান আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর বিশেষ নিয়ামতের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেছে নেন, তখনই তাঁর অনুগ্রহে কোন একটি মাস বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্রতা অর্জন করে।

১. মুহাররম

মুহাররম কে মুহাররমুল হারাম বলা হয়। এই নাম রাখা হয়েছিল জাহেলিয়াতের যুগে। মূলত সেই সময় এই মাসে সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত করা হারাম তথা অবৈধ ছিল। আর এই কারণে একে মুহাররমুল হারাম রাখা হয়।

২. সফর

সফর আরবি দ্বিতীয় মাস। ‘সিফর’ ধাতু থেকে সফর শব্দটি উৎপন্ন। সিফর শব্দের অর্থ শূন্য হওয়া। জাহেলিয়াতের যুগে মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। কিন্তু সফর মাসে আবার তারা যুদ্ধ বিগ্রহ করা শুরু করতো। যেহেতু সফর মাসে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যেত এবং তাদের বাড়ী গুলো শূন্য হয়ে পড়ে থাকত। তাই এই মাসকে সফর নামকরণ করা হয়।

আরেকটি মত হলো, সফর শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সুফর ধাতু হতে। সুফর অর্থ হলো হলদে বর্ণ। মাসের নামকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন ছিল গাছের পাতা ঝরার ঋতু আর পাতা ঝরার পূর্বে পাতার রং হলদে রং ধারণ করতো। তাই তখন এই মাসের নাম সফর রেখে দেয়া হয়।

৩. রবিউল আওয়াল

সফর মাসে যেহেতু পাতা ঝরার ঋতু ছিল আর পাতা ঝরার ঋতুর পর আসে বসন্ত। রবিউল আওয়াল মাসের নাম রাখার উদ্যোগ যখন নেয়া হয় তখন হিসাব অনুযায়ী এই মাস ফসলে রবি অর্থাৎ বসন্তকালের শুরুতে পড়ে যায় তাই এই মাসের নামকরণ করা হয় ’রবিউল আওয়াল’। রবিউল আওয়ালকে প্রথম বসন্ত বলা যায়।

৪. রবিউস সানি

রবিউস সানি কে রবিউল আখিরও বলা হয়। এই মাসের নামকরণ করার সময় দেখা গেল এটি বসন্ত কালের শেষ সময় তাই এর নাম রবিউল সানি রাখা হয়। রবিউস সানির অর্থ দ্বিতীয় বসন্ত।

৫. জমাদিউল আউয়াল

জমাদিউল আউয়াল শব্দের অর্থ প্রথম শুকনো ভূমিখণ্ড। জমাদিউল আউয়ালকে জুমাদাল উলাও বলা হয়। জুমাদা শব্দটির উৎপত্তি জুমুদ ধাতু থেকে যার অর্থ হলো জমে যাওয়া, স্থবির হওয়া ইত্যাদি। আর উলা শব্দের অর্থ প্রথম। এই মাসের নামকরণের সময় শীত কাল ছিল । শীত কালে সব কিছু স্থবির বা জমে যায় তাই একে জমাদিউল আউয়াল বলা হয়।

৬. জমাদিউস সানি
জমাদিউস সানি শব্দের অর্থ দ্বিতীয় শুকনো ভূমিখণ্ড। এটা আরবের গ্রীষ্মকালের শুরু বলা যেতে পারে এবং শীতের শেষ। আর শীতের সময় পানি যেমন একদম জমে যায় অপর দিকে গ্রীষ্মে যেমন পানি শুকিয়ে যায় আর তাই এই মাসকে জমাদিউস সানি বলা হয়।

৭. রজব
রজব শব্দটি তারজীব হতে উৎপত্তি। তারজীব শব্দের অর্থ সম্মান, শ্রদ্ধা করা। আরববাসীরা এই মাসকে আল্লাহর মাস বলত এবং এর সম্মান করত তাই এই মাসের নাম রজব রাখা হয়।
রজব শব্দের অন্য আরেকটি অর্থ সরিয়ে রাখা। এই মাসে আরবে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল ফলে তারা বর্শার মাথা সরিয়ে রাখতো তাই এই মাসকে রজব মাস বলা হয়।

৮. শাবান
শাবান শব্দের উৎপত্তি শাব হতে। এর অর্থ বিক্ষিপ্ত, বের হওয়া, প্রকাশ হওয়া, বিদীর্ণ হওয়া। এই মাসে বিপুল কল্যাণ প্রকাশিত ও প্রসারিত হয়, মানুষের রিজিক বণ্টন হয় এবং তকদীরই ফয়সালা বণ্টন করা হয় তাই এর নাম শাবান রাখা হয়েছে। এছাড়া আর একটি মত হলো, আরবের লোকেরা এই মাসে পানির সন্ধানে আরবের চারদিকে ছড়িয়ে যেতো। যার ফলে এর নাম শাবান রাখা হয়।

৯. রমজান
রমজান শব্দের অর্থ দহন, জ্বালানো, পুড়ানো। এই মাসে মুমিনের গুনাহ সমূহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়, তাই এর নাম রাখা হয়েছে রমজান। এছাড়া রমজান মাসে নফসের কষ্ট ও জ্বলনের কারণ হয়, তাই এর নাম রাখা হয় রমজান। রমজান মাসে মুসলমানরা রোজা রাখার দ্বারা দুনিয়াবি লোভ লালসা থেকে দূরে থাকে। এই মাসে কুরআন নাজিল হয়েছিল।

১০. শাওয়াল
শাওয়াল শব্দের অর্থ উত্থিত। শাওয়াল শব্দটি শাওল ধাতু হতে নির্গত। শাওল অর্থ বাহিরে গমন করা। আরবের লোকেরা এই মাসে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে বের হতো। তাই এই মাসের নাম রাখা হয় শাওয়াল। আবার অনেকের মতে এই সময়ে স্ত্রী উট লেজ উত্থিত করে বাচ্চা প্রসব করতো যার কারণে এই মাসের নাম শাওয়াল রাখা হয়।

১১. জ্বিলকদ
জ্বিলকদ শব্দের অর্থ সাময়িক যুদ্ধ বিরতির মাস। জি অর্থ ওয়ালা আর কাদাহ অর্থ বসা। মাসটি আশহুরে হুরমের অর্থাৎ যে মাসগুলোকে বিশেষ সম্মান করা হয় সেই মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত তাই আহলে আরবরা এই মাসে যুদ্ধ বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতো। এই কারণেই এই মাসের নাম জ্বিলকদ রাখা হয়। তবে এই মাসে আরবদের যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হলেও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার নিয়ম ছিল।

১২. জ্বিলহজ্জ
জ্বিলহজ্জ শব্দের অর্থ হজ্জের মাস। হাজ্জাহ হতে জ্বিলহজ্জ শব্দটি নেয়া। হাজ্জাহ অর্থ একবার হজ্জ করা। আবার এর মূল হিজ্জ হতেও নেয়া হতে পারে। কেননা হিজ্জ অর্থ বছর। যেহেতু এই মাস বছরের একদম শেষে আসে এবং এর মাধ্যমে বছরের সমাপ্তি হয় তাই এই মাসের নামকরণ করা হয়েছে জ্বিলহজ্জ।
আরবদের নিয়ম অনুযায়ী এই মাসেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল।
এছাড়া মুসলমানদের জন্য এই মাস গুরুত্বপূর্ণ এই মাসে হজ্জ করা হয় এবং ঈদুল আযহা পালন করা হয়।

সূত্রঃ *গিয়াসাতুল লুগাত / তাফহীমুল কুরআন / "Making Resolutions That Matter" - YoungMuslims.ca / wikipedia.org*

আজকের বস্তুবাদী সমাজে ইসলামী ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব

আমরা এমন এক জগতে বাস করি যেখানে আধ্যাত্মিকতাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের এক কোণে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সময় এখন ঘড়ি এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা আধ্যাত্মিকতা বা মুসলিম জীবনের মূল অর্থ বা তাৎপর্য বর্জিত। ইসলামিক ক্যালেন্ডারকে আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে সংযুক্ত করে এবং আমাদের সময়কে পবিত্র এবং অ-পবিত্র দিন এবং মাসগুলিতে বিভিন্নও এবাদত পালন করতে সাহায্য করে।

বার্ষিক ইসলামিক মাসগুলোর চক্র বিবেচনা করুন (নীচের চিত্র দেখুন):

- আপনি একটি পবিত্র মাস (মুহাররম) দিয়ে বছর শুরু করেন এবং আশুরার বরকতময় দিনগুলি দিয়ে।
- তারপর আপনি প্রবেশ করেন সফর মাসে,
- তারপর আসে রবি আল আউয়াল যা (মিলাদের বিতর্ককে একপাশে রেখে) অনেকের জন্য একটি বিশেষ সময় হিসাবে বিবেচিত হয় যারা নবী মুহাম্মদের জন্মকে স্মরণ করেন,
- তারপর আসে তিন মাস , রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল এবং জমাদিউস সানি,
- তারপর রজব (পবিত্র সময়) এ প্রবেশ করেন।
- তারপর শা'বান - নবী মুহাম্মদ এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন,
- তারপরে বছরের আসে মুসলিম জীবনের এক গুরত্বপুর্ন মাস - রমজান,
- তারপরে শাওয়ালে ঈদ,
- তারপর আমরা দুটি পবিত্র মাস, জ্বিলকদ ও জ্বিলহজ্জ, দিয়ে বছরের শেষ করি।

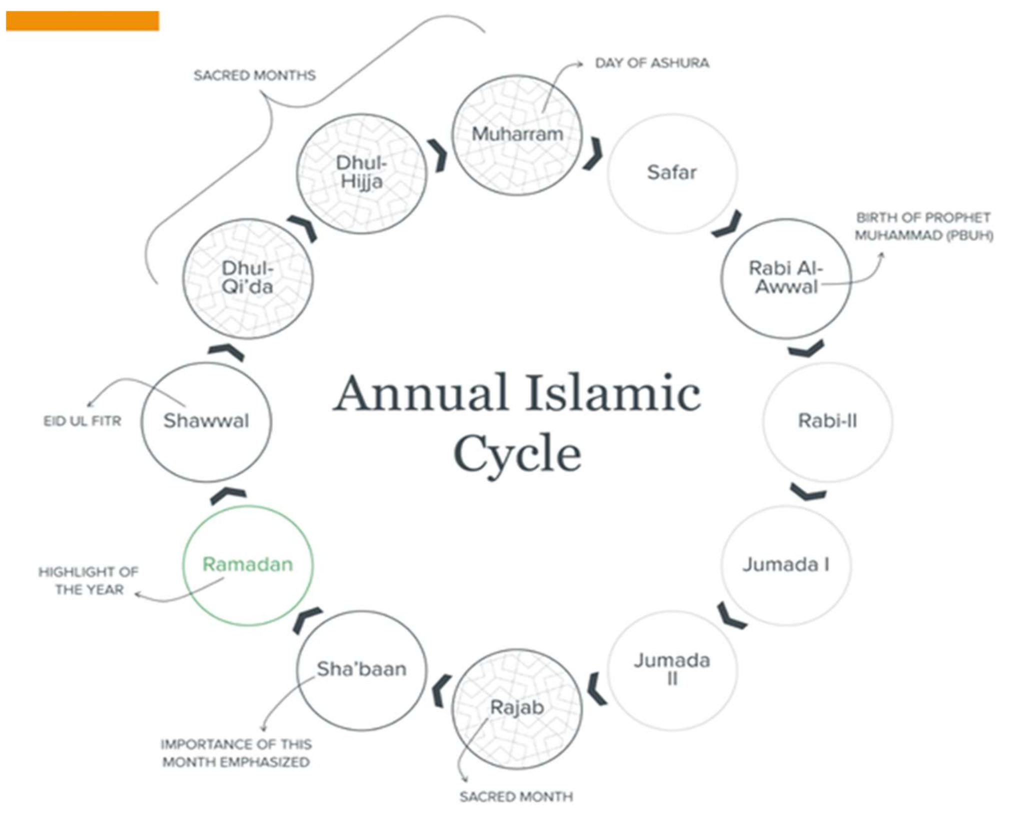

হিজরি বার্ষিক পর্যালোচনা চেকলিষ্ট তৈরি করুন।

হিজরি ক্যালেন্ডার, আমাদের ইসলামি ক্যালেন্ডার, সময় পরিমাপের একটি পদ্ধতির চেয়েও বেশি কিছু। এটি একটি হাতিয়ার, যা সারা বছর ধরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখবে।

হিজরি ১৪৪৪ এর শেষে কয়েক দিনের মধ্যে আপনাকে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হলঃ

একঃ বার্ষিক পর্যালোচনা চেকলিষ্ট তৈরি করুন।

- একবার আপনি ওয়ার্কশীটটি সম্পূর্ণ করে ফেললে সারা বছরের সমস্ত ভুল ও পাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য কিছুক্ষণ সময় নিন।

দুইঃ অনুশোচনা প্রকাশ করুন।

- অনুশোচনা প্রকাশ করার জন্য কিছু সময় নিন এবং আপনাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহকে বলুন।
- যদি আপনি কারও ক্ষতি করে থাকেন বা কারও সাথে সম্পর্ক কেটে ফেলেন - তাদের ক্ষমা চাইতে এবং মানুষের সাথে পুনরায় সংযোগ করার জন্য নতুন ইসলামী বছরের সুযোগ ব্যবহার করুন।

তিনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন-

- অনুশোচনার পাশাপাশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে যে অসংখ্য রহমত দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

- আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার অংশ হল আপনার জীবনের সেই সমস্ত লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যারা এই বছরেও আপনাকে সাহায্য করেছে। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ পরিচিতি তালিকার নিচে যান এবং আপনার বছরের উপর প্রভাব ফেলেছেন এমন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বার্তা বা ভয়েস-নোট পাঠান, তারা এই বছর আপনার জন্য যা করেছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ।

চারঃ আসন্ন নতুন ইসলামি বছরের জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন-

- এক বাগানের মালীর মত আপনার আসন্ন বছরের পরিকল্পনা করুন। উদ্দেশ্য সেট করুন, আপনার জীবনের ঋতু সম্পর্কে সচেতন হোন, প্রক্রিয়ায় ফোকাস করুন এবং ফলাফল থেকে বিচ্ছিন্ন হন। আপনি যদি নিশ্চিত না হন যে এটি কীভাবে কাজ করে, নীচের ভিডিওটি দেখুন:

সুত্রঃ ভিডিও- https://www.youtube.com/watch?v=WbHLmBwygbE - The Sacred Nature of the Islamic Calendar – Abdal Hakim Murad Why The Islamic Calendar Matters More Than You Think- Mohammed Faris

,

আপনি কি পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

'পাঁচ মিনিটের পড়া'।

'পাঁচ মিনিটের পড়া' ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

'পাঁচ মিনিটের পড়া' এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।
আমাদের সাথে থাকুন!
ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k